প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন- ৪

আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড এবং হজের সফরে প্রদত্ত
নির্বাচিত বয়ানসমূহ

তাবলীগ ও তা'লীম

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম

খলীফা, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও
মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহমাতুল্লাহি আলাইহি

সংকলন
মুহাম্মাদ আদম আলী

মাকতাবাতুল ফুরকান
[ইসলামী কিতাব প্রকাশনা ও বিক্রয়কেন্দ্র]
বাড়ি ■ ২৩, রোড ■ ৩, সেক্টর ■ ৫, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: +৮৮০২৮৯৫৬৫৯৯, +৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯
ইমেইল ঃ adamalibd@yahoo.com

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-৪
তাবলীগ ও তা'লীম
হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান
সংকলন ঃ মুহাম্মাদ আদম আলী

■ **প্রকাশক ঃ**
মাকতাবাতুল ফুরকান
বাড়ি ■ ২৩, রোড ■ ৩, সেক্টর ■ ৫, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: +৮৮০২৮৯৫৬৫৯৯, +৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯
ইমেইল ঃ adamalibd@yahoo.com

■ **প্রকাশকাল ঃ** যিলক্বদ ১৪৩৫ হিজরী / সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী
■ **গ্রন্থস্বত্ব ঃ** প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
■ প্রচ্ছদ ঃ সাইদুর রহমান
■ মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স, ৩/খ, পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০

■ **মূল্য ঃ দুইশত ত্রিশ টাকা মাত্র**

Tableeg O Ta'leem
By Hazrat Professor Muhammad Hamidur Rahman
Compiled by Muhammad Adam Ali
Price: **TK 240; USD 20.00**

ISBN: 978-984-91175-0-6

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

প্রফেসর হযরত মুহাম্মদ হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশের অন্যতম দ্বীনি ও ইলমী ব্যক্তিত্ব। ঈমান ও আমল, ইসলাম ও লিল্লাহিয়্যাত, বিনয় ও নম্রতা, যুহ্দ ও তাকওয়া ইত্যাদি আত্মিক গুণাবলী তাকে উলামা-মাশায়েখদের প্রিয় ও সম্মানিত ব্যক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হযরত প্রফেসর ছাহেবের আজকের এই পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে তা হল, আল্লাহওয়ালা বুযূর্গদের সোহবত।

প্রফেসর হযরত ৯ জানুয়ারী ১৯৩৮ সালে মুন্সিগঞ্জের নয়াগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম ইয়াসিন ছাহেব মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, মক্তবের উস্তাদসহ অন্যান্য দ্বীনি কর্মে সংযুক্ত ব্যক্তিদের খেদমতে নিয়োজিত করেন। তিনি গ্রামে কুরআন শিক্ষার জন্য মক্তবের উস্তাদ হিসেবে পেয়েছিলেন মরহুম মকবুল হুসাইন রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি অত্যন্ড় সম্ভ্রান্ড় পরিবারের হওয়া সত্বেও কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্রিশ টাকা বেতনে গ্রামের মক্তবে পড়াতেন। তিনি সকালে ফজরের পরে কুরআন শরীফ পড়াতে বসতেন, আর দুপুর বারটায় উঠতেন। তার তাকওয়া এবং

পরহেজগারীর কথা হযরত প্রফেসর হযরত এখনো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং আবেগাপণ্ডুত হয়ে ওঠেন। শৈশবেই চাকুরীর প্রয়োজনে তার পিতা চাঁদপুরে বদলী হন। তখন তিনিও পিতার সঙ্গে চাঁদপুরে চলে আসেন। এ সময় আওলাদে রাসূল হযরত মাওলানা মুস্তাফা মাহমুদ আল মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে যখন বিদ'আতি সম্প্রদায় হত্যার উদ্দেশ্যে মারাত্মকভাবে আহত করে চাঁদপুরের ডাকাতিয়া নদীতে নিক্ষেপ করে, তখন নদীতে মাছ ধরায় ব্যস্ত জেলেরা তাকে উদ্ধার করে চাঁদপুর হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। তখন তার মা প্রতিদিন হযরত মাওলানা মুস্তাফা মাহমুদ আল মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্য কিছু খাবার তৈরী করে দিতেন। তার পিতা তাকে সঙ্গে করে সেই খাবারগুলো নিয়ে হাসপাতালে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হতেন।

পরবর্তীতে ঢাকার ইসলামী হাই স্কুলে (যার কমিটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন, মুফতি দ্বীন মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি) পড়ার সময়ে গনী মিয়ার হাট মসজিদে যখন জোহর নামায আদায় করতে যেতেন, তখন বাংলাদেশের বিখ্যাত তিন বুযুর্গ হযরত মাওলানা আব্দুল ওহাব রহমাতুল্লাহি আলাইহি (পীরজী হুযুর), হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (সদর ছাহেব হুযুর) এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি (হাফেজ্জী হুযুর)-কে দেখতে পেতেন।

প্রফেসর হযরত ইসলামিয়া হাই স্কুল থেকে ১৯৫৫ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় একুশতম স্থান অর্জন করে প্রথম বিভাগে এবং ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫৭ সালে ইন্টারমিডিয়েটে তেরতম স্থান দখল করে প্রথম বিভাগে অত্যন্ড় সফলতার সঙ্গে পাশ করেন। পরবর্তীতে বুয়েট থেকে ১৯৬১ সালে সপ্তম স্থান অর্জন করে প্রথম বিভাগে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর তিনি সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে দুই বছর এবং ইংলিশ ইলেট্রিক কোম্পানিতে প্রায়

সাত বছর চাকুরী করার পর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৯ সালে এ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন।

তাবলীগ জামাআতেও তিনি অনেক সময় লাগিয়েছেন। ১৯৭১ সালে তিনি পাকিস্তানে তিন চিল্লায় সময় লাগান। উক্ত সফরে তিনি হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাবলীগে সময় লাগানোর সাথে সাথে ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর লিখিত কিতাবাদি পাঠ করার ফলে তার মধ্যে দ্বীনের প্রতি আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পায়। তখন তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা আলতাফ হোসেন ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে হাজির হয়ে কোন হাক্কানী পীরের নিকট মুরীদ হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তার পরিবারের মুরুব্বীগণ তখন ফুরফুরার পীর ছাহেবের নিকট বাইআত ছিলেন। তার এ কথা শুনে হযরত মাওলানা আলতাফ হোসেন ছাহেব তাকে হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট নিয়ে যান এবং তখন তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট বাইআত হন। হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট মুরীদ হওয়ার পর হযরতের বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা মুমিনুল্লাহ ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বার বার হযরতের খেদমতে তাকে বেশি বেশি অগ্রসর করে দেন। ফলে হযরতের খাদেম হিসেবে হজের পবিত্র সফর ছাড়াও বিভিন্ন দেশে সফর করার সৌভাগ্য হয় এবং হযরতের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

দ্বীনের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহের আরেক অলী হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ও বিরাট অবদান রয়েছে। কারণ তার সন্ড়নদের দ্বীনি শিক্ষা, তার নিজের আরবী গ্রামার শিক্ষা এবং পরবর্তীতে কুরআনে এত ব্যাপক পরিচিতির সূচনা তার মাধ্যমেই হয়েছে।

ইসলামী জ্ঞানে এত পারদর্শী এবং প্রজ্ঞাবান হয়েও নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি নিজে আলেম নই। কিন্তু উলামায়ে কেরামের জুতা বহন করতে পারাটাও আমি নিজের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করি। আলেমদের কাছ থেকে কুরআন-হাদীসের আলোচনা শুনে সেগুলোই নকল করে থাকি। এক্ষেত্রে আমার কোন ভুল-ভ্রান্ড়ি কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে বললে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো সংশোধন করে নিব এবং তার প্রতি চির-কৃতজ্ঞ থাকব।'

নিজের সম্পর্কে যার এরকম ধারণা, তিনি তো দ্বীনের পথে অগ্রসর হবেনই। আমাদের দৃষ্টিতে প্রফেসর সাহেবের যে গুণ ও বৈশিষ্ট তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করেছে, তা হল উলামায়ে কেরামের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি (যা ইংরেজী শিক্ষিত দ্বীনদার শ্রেণীর মধ্যে বিরল), দুনিয়া বিমুখতা, দ্বীন ও দ্বীনি ইলমের প্রচার ও প্রসারের জন্য পাগল পারা মেহনত, সকল কুসংস্কার ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে বর্জন করে শরীয়ত ও সুন্নাতের উপর সার্বক্ষণিক আমল। ফলে তার ইখলাসপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বয়ানে যে অনুভূতি শ্রোতাদের অন্ড়ঃকরণে ব্যাপৃত হয়, দীর্ঘ সময়ের অনেক আকর্ষণীয় জ্বালাময়ী বক্তৃতায়ও তা হয় না।

আমাদের বর্তমান আয়োজন প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন 'তাবলীগ ও তা'লীম'। প্রফেসর হযরত দেশের ভেতর যেমন দ্বীনি সফর করে থাকেন, তেমনি বিদেশেও সফর করেছেন। হযরতের সাথে আমেরিকা (২০১২ এবং ২০১৪) এবং নিউজিল্যান্ড (২০১৪) সফরে তার খাদেম হিসেবে আমার থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। এসব দ্বীনি সফরে প্রফেসর হযরত যেসব বয়ান করেছেন, সেগুলো থেকে নির্বাচিত কিছু বয়ান আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে সংকলন করার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এ কাজকে কবুল করুন।

তাযকিয়া, তা'লীম এবং তাবলীগ - ইসলামের অন্যতম তিনটি বিভাগ। এগুলো একে অন্যের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এ কিতাবের নাম 'তাবলীগ ও তা'লীম' রাখা হলেও এখানে তিনটি বিষয়েরই বর্ণনা এসেছে। যারা তাবলীগ করেন, তারা অনেকে তা'লীমের ব্যাপারে উদাসীন। আবার যারা তা'লীমে ব্যস্ত, তারা অনেকে তাবলীগের কাজে জড়িত হন না। সহায়তাও করতে চান না। তাবলীগ ও তালীম সম্পর্কে অনেকের ধারণা ঠিক হলেও, তারা আবার তাযকিয়াকে জরুরী মনে করেন না। তিনটি বিভাগই জরুরী। কুরআন-হাদীস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে এ বোধে উন্নীত হওয়া যায় না। আর কুরআন-হাদীস এর সঠিক চর্চা ও অনুশীলন সকলের পক্ষে করা সম্ভব হয় না। আমরা যারা ইংরেজি শিক্ষিত, তাদের অনেকেই এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও উদাসীন। অথচ আখেরাতের কল্যাণময় জীবন এবং সত্যিকারের সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের অনুসরণ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

এ প্রেক্ষিতে দ্বীনি আলোচনা শোনা এবং বলা ইসলামের সবচেয়ে সহজ এবং ঐতিহ্যময় মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উত্তরাধিকারী বা আলিম সমাজ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে কবুল করেছেন, তাদের মজলিসে বসা, তাদের কথা শোনা এ প্রক্রিয়ারই অংশ। দ্বীনের ব্যাপারে হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি ভিন্নমাত্রায় উদ্ভাসিত। পাঠক মাত্রই এ উপলব্ধিতে উপণীত হবেন যে, এ গ্রন্থে সংকলিত সব আলোচনা ইসলামের সুপরিচিত পরিসরে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত এবং ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় কল্পনাতীত ভাবে সহায়ক। তাযকিয়া, তা'লীম এবং তাবলীগ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি অপূর্ব ভারসাম্যতায় পূর্ণ এবং অনুসরণীয়।

আমেরিকা-নিউজিল্যান্ডে মানুষের ভাষা ইংরেজি। হযরতও বেশিরভাগ বয়ান ইংরেজিতেই করেছেন। সেসব বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

অনেকেই এই সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ পাক সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

আমরা বইটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। তারপরও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহপাক এই বইটির পাঠক, সংকলক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ আদম আলী
সংকলক ও প্রকাশক
বাড়ি ■ ২৩, রোড ■ ৩, সেক্টর ■ ৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

২৪ যিলক্বদ ১৪৩৫ হিজরী
২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী

উ | ৎ | স | র্গ

আমার বাবা-মা এবং পরিবার, যাদের ত্যাগে ও অনুপ্রেরণায়
প্রফেসর হযরতের সোহবতে থাকার তাওফীক হচ্ছে।
আল্লাহ পাক সবাইকে এ উসিলায় দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন। সঠিক দ্বীনি অনুভূতি ও আত্মশুদ্ধি নসীব করুন।

সূচিপত্র

- **আমাদের সৃষ্টি ও গন্তব্য,** ড্যানবারি, নিউইয়র্ক ১৫
- **আল্লাহর একত্ববাদ,** লং আইল্যান্ড, নিউইয়র্ক ৩৭
- **তাহাজ্জুদের সহজ আমল,** লং আইল্যান্ড, নিউইয়র্ক ৪৫
- **উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ,** রিচার্ডসন, ডালাস ৫০
- **ইসলামের জন্য আগন্তুক,** উডসাইড, নিউইয়র্ক ৬৪
- **নফসের সংশোধন,** রিচার্ডসন, ডালাস ৮২
- **হজ্জ - ইসলামকে অনুভবের আমল,** মক্কা মুকাররমা ১০৩
- **ফাযায়েলে কুরআন,** পনসনবি, অকল্যান্ড ১২৬
- **ইস্তেগফার,** অকল্যান্ড ১৪৬
- **বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা,** অকল্যান্ড ১৫৩
- **তাবলীগ ও তা'লীম,** অকল্যান্ড ১৫৯
- **আখেরাতের মুদ্রা,** ডালাস ১৭৫
- **কুরআন - মনে করিয়ে দেয়ার স্মারক** ১৮৪
  জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক

তাবলীগ ও তা'লীম

আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড এবং হজের সফরে প্রদত্ত
নির্বাচিত বয়ানসমূহ

আমাদের সৃষ্টি ও গন্তব্য

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম ২০১৪ সালে আমেরিকা সফর করেছেন (২৭ এপ্রিল - ২৩ মে ২০১৪)। হযরত এ সফরে নিউইয়র্কে থাকাকালীন লং আইল্যান্ড শহরে অবস্থান করেন। এ শহর থেকে প্রায় একশ চুয়ান্ন কিলোমিটার দূরে একটা শহরের নাম হচ্ছে ড্যানবারি (Danbury)। গাড়িতে এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের পথ। সফরের শেষভাগে সেখানকার বিখ্যাত বাইতুল মোকাররম মসজিদে ১৭ মে ২০১৪ তারিখে বাদ মাগরিব এই বয়ান করেন। মাহফিলে প্রায় তিরিশ-চল্লিশজন উপস্থিত ছিলেন। মূল বয়ান ছিল ইংরেজীতে। সেটা বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। এখানে মায়েদের গর্ভে আমাদের সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে কুরআনের পরিষ্কার বর্ণনা এবং আমাদের মূল গন্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের সৃষ্টি ও গন্তব্য

نَحْمَدُه‘ وَنَسْتَعِيْنُه‘ وَنَسْتَغْفِرُه‘ وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه‘ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَه‘ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه‘ لاَ شَرِيْكَ لَه‘ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه‘ وَرَسُوْلُه‘ ۞ اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۞ صَدَقَ اللهَ الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

আলহামদুলিল্লাহ। আমি আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছি যে, তিনি আমাকে দ্বীনকে সামনে রেখে আমেরিকায় মুসলান ভাইদের সাথে দেখা করার তাওফীক দিয়েছেন। আমি কুরআন শরীফের একটা

বিখ্যাত আয়াতের অংশবিশেষ তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন,

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ

مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ২:২৮১

'ভয় কর সেদিনকে, যেদিন তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে। অতঃপর প্রতিটি প্রাণকে বদলা দেওয়া হবে যা সে অর্জন করেছিল। তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।' সব নবীরা মানুষদেরকে সতর্ক করেছেন।

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ১৯:৩৯

'আপনি তাদেরকে আফসোসের দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন যেদিন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা গাফলতিতে পড়ে আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না।' এরকম সতর্কতামূলক আয়াত কুরআন শরীফের অনেক জায়গায় আছে। প্রথম যে আয়াত আমি তিলাওয়াত করেছি, সেটা সূরা বাকারার আয়াত। আর এটা সূরা মারইয়াম-এর আয়াত। তাদেরকে আফসোসের দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। এখানে এসেছে, أَنْذِرْ - সতর্ক করুন। আমাদের নবীকে আরেক সূরায় হুকুম করা হয়েছে,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ৩৮:৬৫

'আপনি বলুন, আমি কেবলই একজন সতর্ককারী।' কুরআন শরীফে আমাদের রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর টাইটেল দেয়া হয়েছে مُنْذِرٌ - যিনি সতর্ক করেন, সতর্ককারী। আরেক জায়গায় তাকে বলা হয়েছে, مُبَشِّرٌ মানে সুসংবাদদাতা। তিনি সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা।

কুরআন শরীফ আমাদেরকে বারবার মনে করিয়ে দেয় যে, একদিন আমাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। সেদিন সব কিছুর হিসেব দিতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে কত নেয়ামত দিয়েছেন। কুরআন শরীফে আয়াত রয়েছে,

وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا ১৪:৩৪

'আল্লাহর নেয়ামতগুলোকে যদি তোমরা গণনা কর, গণনা করে শেষ করতে পারবে না।' আল্লাহর নেয়ামতগুলো গণনা তো দূরের কথা, ধারণাও করা যাবে না। সূরা মূলকে আল্লাহ ঘোষণা করছেন,

تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ

وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ৬৭:১-২

'মহা বরকতময় সেই সত্তা, যার হাতে গোটা রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর পরিপূর্ণ শক্তিমান। যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে আমলে কে উত্তম। তিনিই পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক, অতি ক্ষমাশীল।' আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান আমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম। আমলে কে আগে বাড়ে।

আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে। খুবই সহজ-সরল বক্তব্য। খুবই সরাসরি বক্তব্য। সূরা মু'মিনুন এ আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্মের সাতটি স্তরের কথা বর্ণনা করেছেন। সূরা নম্বর ২৩। আয়াত নম্বর ১২-১৪। আল্লাহ বলছেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۞

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا

الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ২৩:১২-১৪